

# আত্মকথা

৮ই জানুয়ারি, ২০২৩

বিশেষ স্মরণ সংখ্যা

শ্রী সুবীর মুখার্জি

৩০শে জুলাই, ১৯৫৬ - ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২২



# সম্পাদকের কলমে

মহামারীর আতঙ্ক অস্তুমিত প্রায়। সেই আতঙ্ক থেকে আমরা ধীরে ধীরে বের হয়ে আসতে শুরু করেছি। আমাদের প্রায় সকলেরই তিনটি করে প্রতিষেধক নেওয়া হয়ে গেছে। এই অবস্থায় সেই ভয়ঙ্কর করোনা ভাইরাস এখন শক্তি হারিয়ে আরও অন্যান্য সব ফ্লু ভাইরাসের মতই অস্তিত্ব বজায় রেখেছে এবং দীর্ঘকাল থাকবে বলে মনে হয়। তবু বয়স্কদের, যাঁরা অন্য কোনো দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত তাঁদের, এখনও বিশেষ সাবধানে থাকা জরুরী। বিশেষ করে যখন নতুন সংক্রমণের খবর পাওয়া যাচ্ছে। আশা করি এই সাম্প্রতিকতম সংক্রমণ বিভীষিকার আকার নেবে না। জনমানসে সেরকম কোনও আতঙ্কের কোনও আভাসও দেখা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় গত ২রা এপ্রিল আশ্বজার বিংশতিতম বর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে আমরা সশরীরে মিলিত হয়েছিলাম – বহুদিন পরে। তারপর আমরা ধীরে ধীরে যে যার কর্মস্থলে বা বিদ্যাপ্রাঙ্গণে সশরীরে উপস্থিত হয়েছি। সময়ের প্রবাহে আমরা আরেকটি শারদীয়া পূজা অতিক্রম করেছি, বড়দিন পার করে নতুন বছরেও পদক্ষেপ করেছি। দু’বছর পর এই মাতৃপূজার আয়োজনে আমরা সশরীরে এবং স্বাভাবিকভাবে যোগদান করেছি, বড়দিনে মজা করেছি, নতুন বছরের আগমনে বাজি ফাটিয়েছি। সবাইকে সেই উপলক্ষ্যে আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখলাম।

কোভিড আবহ একটু নিরাপদ মনে হওয়ায় আমরা এবারের বার্ষিক সাধারণ সভা সশরীরে করতে পেরেছি ২৬শে জুন, ২০২২। ইতিমধ্যে আশ্বজার কার্যনির্বাহী কমিটির দু’টো অফ-লাইন মিটিং হয়েছে ২৪শে এপ্রিল এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর।

আশ্বজার কার্যনির্বাহী কমিটির এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আশ্বকথার এই সংখ্যার প্রকাশ ঘটার কথা ছিল ১৫ই অক্টোবর শারদ সমারোহ উপলক্ষ্যে। তার আগেই আমাদের কাছে দুঃসংবাদ আসে ৫ই সেপ্টেম্বর; আশ্বজার আবির্ভাব সময়ের সদস্য শ্রী সুবীর মুখার্জীর প্রয়াণ ঘটে ঐদিন। তখন আমরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিই যে আশ্বকথার পরবর্তী সংখ্যা সুবীরের স্মৃতিতে প্রকাশ করা হবে। যেহেতু আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় ছিল না, সেই সুবীর-স্মৃতি সংখ্যা প্রকাশ হতে চলেছে ইংরাজী নতুন বর্ষে আমাদের বাৎসরিক বনভোজনের দিনে। বছরের পর বছর ধরে এই বনভোজন উপলক্ষ্যে সুবীরের সক্রিয়তা মূর্ত লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে আশ্বকথার এই সুবীর-স্মৃতি সংখ্যায়।

এবছর আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্যে আমাদের প্রতিনিয়ত মনে করাবে সর্বজনপ্রিয় একজন বিশেষ সদস্যের অনুপস্থিতি। গত ৫ই সেপ্টেম্বর আমরা হারিয়েছি আমাদের প্রারম্ভিক সদস্য শ্রী সুবীর মুখার্জীকে। আশ্বজার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বা সামাজিক দায়বদ্ধতায়, সুবীরের অবদান ছিল পর্বতপ্রমাণ। আমাদের অনেকেরই মনে পড়বে প্রাক-দত্তক পিতা-মাতাদের জন্য কর্মশালায় সুবীরের নিয়মিত সংবেদনশীল প্রতিবেদন, যা প্রতিবারই অংশগ্রহণকারী পিতা-মাতাদের বিশেষভাবে স্পর্শ ও মোহিত করত। রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার যথাযথ উল্লেখসহ সুবীরের বাকপটুতার তুলনা মেলা দুষ্কর; তার জীবন্ত উদাহরণ পেতাম আমরা ঐসব কর্মশালায়। তাঁর অভাব আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করছি এবং করবো। আমরা হারিয়েছি এক নির্ভেজাল সদর্থক বন্ধুকে, আর আশ্বজা হারিয়েছে এক স্তম্ভকে, একজন নির্ভাবান কর্মীকে, তাঁর পরিবার হারিয়েছে একজন দায়িত্ববান স্বামী ও একজন স্নেহময় পিতাকে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। সুবীরের অবদান যাতে আমাদের কাছে চিরদিন এক আদর্শ উদাহরণ হয়ে থাকতে পারে, সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার রইল।

সবাই ভাল থাকুন, সুস্থ ও নিরাপদে থাকুন এবং আনন্দে থাকুন। সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

অনুপ দেওয়ানজী  
সম্পাদক, আশ্বজা

## তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় না তো কভু

আশ্বজা’র দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা হারিয়েছি আমাদের বহু সঙ্গীকে। এইসব প্রতিটি শোকের মুহূর্তের সাক্ষী থেকেছে আমাদের ‘আশ্বকথা’। এবার আমরা যাকে হারালাম সে শুধু আমাদের জন্মলগ্নের সঙ্গী নয়। সে ছিল আমাদের সংগঠনের নির্মাণের অন্যতম স্থপতি। আশ্বজা’র সমস্ত লড়াইয়ে সে ছিল আমাদের সহযোদ্ধা। তার অদম্য জেদ আর হার না মানা উদ্যম আমাদের কাছে এক অমূল্য প্রেরণা ছিল। এই বেপরোয়া সাহসী জীবনটার আকস্মিক থেমে যাওয়া আমাদের বুককে ভিতরে এক অবিরাম রক্তক্ষরণের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু মানুষটার নাম যেহেতু সুবীর যে কোনদিন থেমে যেতে শেখেনি তাই আমরাও আমাদের সমস্ত কাজ একই ভাবে চালিয়ে যাব। এবং সেটাই হবে সুবীরের প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি। আজ আমরা যেখানে পিকনিক করছি এই জায়গাটাও সুবীর প্রায় একবছর আগে থেকেই নির্দিষ্ট করে রেখে দিয়েছিল। আজকের সমস্ত আয়োজন সে করেই রেখেছিল ... তাই আজ আমাদের এই আনন্দের প্রতিটি মুহূর্তেই সে আমাদের সঙ্গে রয়েছে। যে যায় সে তার শরীর নিয়ে চলে যায় কিন্তু এখানেই থেকে যায় তার সমস্ত ফেলে যাওয়া কাজ। সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে আরো বহুদূর হেঁটে যেতে হবে আমাদের। আপাতত এটাই আমাদের কাজ...

আশ্বকথা’র সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে

# সুবীর মুখার্জী : এক বর্ণময় ব্যক্তিত্ব

অটীন বাসু

সুবীর মুখার্জী। আমাদের প্রিয় সুবীরদা। একজন প্রাণোচ্ছল মানুষ ছিলেন। মিশনারিজ অফ চ্যারিটির, মাদার হাউজে প্রথম আলাপ, তখনও আমাদের সংগঠনের নাম আত্মজা হয়নি। তারপর অনেক গুলো নাম থেকে বেছে নিয়ে এই আত্মজা'র জন্ম হয়। তারপর যত দিন গেছে আমাদের বন্ধুত্ব দৃঢ় হয়েছে, দৃঢ় হয়েছে মনের বাঁধন।

আত্মজা'র পিকনিক স্পট নির্বাচন করতে সুবীর'দার পছন্দই অগ্রাধিকার পেত এবং সুন্দর মনোরম পরিবেশে সকলে অনাবিল আনন্দে মেতে উঠতাম। আমাদের এই আজকের পিকনিকের জায়গাও উনি নির্দিষ্ট করে দিয়ে গেছেন। সুবীর'দা ছিলেন প্রিন্টিং ও স্টেশনারী দপ্তরের শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনের এক অগ্রণী নেতা। আমিও বি. এস. এন. এল. এর আধিকারিক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। দুজনেরই রাজনৈতিক মতাদর্শের মিল থাকার জন্য বহু আলোচনা হয়েছে।

দুটক মায়েদের ছুটির অধিকার অর্জনের আইনী লড়াইতেও সুবীর'দা অনেক সাহায্য করেছিলেন। আদ্যপ্রান্ত মোহনবাগান সমর্থক ছিলেন। কল্যানী স্টেডিয়ামে মোহনবাগানের খেলা থাকলেই আসতেন এবং প্রতিবারই বলতেন – এবারও হল না, পরেরবার আপনার বাড়ি যাবো, সেই পরের বারটা আর এল না। আমারও কোনোদিন ওনার বাড়ি যাওয়া হয়নি, যেদিন গেলাম সেদিন বাড়িতে উনি আর নেই, এই প্রাণচঞ্চল, হাস্যময়, সদালাপী মানুষটা চলে গেলেন ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২২। তার নশ্বর দেহ আগুনে ছাই হয়ে গেল। কিন্তু আগুন কি কখনো পারে আমাদের এবং আত্মজা'র অন্তর থেকে তাঁকে মুছে ফেলতে? আমাদের হৃদয়ে, মননে, তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।

ঝাপসা চোখে, কবিগুরুর ভাষায় বলতে ইচ্ছে করছে -----

“সেতারেতে বাঁধিলাম তার,

গাহিলাম আরবার মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,

আমি তোমাদেরই লোক,

আর কিছু নয়,

এই হোক শেষ পরিচয়।”



## আমি সুবীর বলছি

সঞ্জয় শিকদার

‘আমি সুবীর বলছি’ – টেলিফোনের ও প্রান্ত থেকে এই আওয়াজটাই সুবীরদার ব্যতিক্রমী সুন্দর মনের পরিচয় বহন করত। সুবীরদাকে কখনও আমি “Hello” বলতে শুনি নি। সুবীরদার মনের বাঙালিয়ানা, কথায় কথায় রবিন্দ্রনাথের গান ও রচনার উদ্ধৃতির মিশেল, সুবীরদার চিন্তার ও চরিত্রের মার্গকে অন্যের থেকে আলাদা করত। আত্মজার কর্মসূচীর অন্যতম অঙ্গ “Pre-Adoption Counseling Workshop” এ সুবীরদার “Experience Sharing” এর বক্তব্য শ্রোতা এবং অন্যান্য বক্তাদেরও মন কাড়ত। এতসুন্দর, মর্মস্পর্শী ও আবেগময় বক্তৃতার পর দেখা যেত সকলেরই চোখ ছলছল করছে। আমরা, আত্মজার যারা বার-বার এই “Experience Sharing” এর কথা আগেও শুনেছি, আমাদেরও চোখ ও মন ভারী হয়ে আসত।

আত্মজার বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল “বাৎসরিক বনভোজন”। একবছর পরপর যখন উত্তর কলকাতায় পিকনিক এর আয়োজন করার সময় আসত, তখন দেখা যেত যে আয়োজনের সমস্ত দায়িত্বটাই সুবীরদা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। পিকনিকের স্থান নির্বাচন, ক্যাটারার ঠিক করে সমস্ত ব্যবস্থা করা ইত্যাদি সমস্ত কাজই সুবীরদা স্ব-ইচ্ছায় করতেন অত্যন্ত কম খরচে। আত্মজার হিসাবরক্ষক হিসাবে আমার বার-বার মনে হয়েছে / প্রশ্ন উঠেছে যে এত কম পয়সায় সুবীরদা এগুলো কিভাবে ম্যানেজ করতেন? অনেক পরে, সুবীরদা চলে যাবার পর, জানতে পারলাম যে সুবীরদা নিজের পকেট থেকে অনেক টাকা বার-বার খরচ করতেন এগুলো ম্যানেজ করার জন্য, কিন্তু কাউকে কিছু বলতেন না এজন্য। এমনই প্রচার বিমুখ, ত্যাগী ও আত্মজার প্রতি নিবেদিত-প্রাণ ছিলেন সুবীরদা।

সুবীরদা আরও অন্য অনেক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক সংগঠনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তিনি চিরকালই আত্মজার একজন সাধারণ সদস্য হিসাবেই ছিলেন, এবং কখনও কার্যনির্বাহী সদস্য হতে চাননি। কিন্তু আত্মজার সাধারণ সদস্য হিসাবেই তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও সার্থক কর্মকাণ্ডে দারুন ভাবে যুক্ত ছিলেন। গত ২রা এপ্রিল ২০২২ আমাদের আত্মজার যে ২০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান হল। যাদবপুরে ডঃ ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামে, বিশাল আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠান এর খরচের জন্য সুবীরদাই সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞাপন জোগাড় করে দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান এর শেষে যে নাটকটি অভিনীত হল, তাও সুবীরদার সৌজনে।

আত্মজার এই অন্যতম স্থপতি-সদস্য সুবীরদাকে অনেক অনেক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

“এমন মুহূর্ত এল আমার জীবনে,  
যে মুহূর্ত চিরদিন মনে রাখা যায়-  
অথচ আশ্চর্য কথা  
নতুন মুহূর্ত আর এক সে মুহূর্তে ছড়ালো বিষাদ”।



# সুবীরদা

## সত্রাজিৎ ঘোষ

আজকের দিনে, সুবীরদার মত ‘অন্যের জন্য সবসময় সাহায্যের হাত বাড়ানো’, ‘নিজ আদর্শের জন্য সর্বস্ব পণ করে লক্ষ্যে স্থির থাকা’ মানুষের দেখা মেলা খুবই কঠিন। ‘আত্মজা’কে পরিবারের স্তরে উন্নীত করার জন্য যাদের নিরলস ও নির্মোহ প্রচেষ্টা, শ্রম, আবেগ জড়িয়ে আছে সুবীরদা ছিলেন তাঁদের একজন।

সুবীরদার নিরলস উদ্যোগ ও উদ্যম ছাড়া আত্মজা’র বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন প্রায় অসম্ভব ছিল। অতিমারির দুঃসহ দিনগুলির সময় সুবীরদার সংস্থা নিয়মিত ভাবে অসহায়, নিঃসহায় মানুষকে অমূল্য সহায়তা দিয়েছে। চাকরী সূত্রে উনি তথ্য অধিকার আইনকে বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে তথ্য চাওয়ার জন্য প্রশ্ন তৈরী করার এক বিরল মুন্সীয়ানা অর্জন করেছিলেন যা তথ্য আধিকারিকের সম্পূর্ণ নীরবতাকেও তথ্যে রূপান্তরিত করতে পারত।

সৌজন্য ও ভদ্রতার প্রতিমূর্তি সুবীরদা তার স্কুল জীবনের অংক শিক্ষকের কথাও পরম শ্রদ্ধার সাথে বলতেন।

৫ই সেপ্টেম্বর ২০২২ সুবীরদার এই হঠাৎ চিরশান্তির দেশে চলে যাওয়াতে আমরা এক অসাধারণ বন্ধু ও সুহৃদকে হারালাম।



(আত্মজা’র ২০২০ পিকনিকে সুবীর ও আমরা ক’জন)



(আত্মজা’র কর্মশালায় সুবীরের অনবদ্য উপস্থিতি)



( গোহাটিতে SARA আসাম আয়োজিত সভায় সুবীর )



(২০১০ সালে আত্মজা’র দশ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে)



(আত্মজা’র ২০ বছরের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পর্বে সুবীর)



(২০১৭ সালে আত্মজা’র পিকনিকে সুবীর)



(২রা এপ্রিল আত্মজা’র ২০বছর পূর্তিতে দুই সুবীর)





## ছড়ার মালা

মালা চ্যাটার্জী

### ফিরেপাওয়া

আত্মকথা'য় লিখব আমি  
ভেবেছি অনেকদিন।  
এমনভাবে সময় পাব,  
ভাবিনি কোনওদিন।  
অনেক কষ্টে পেয়েছিলাম  
ছোট্ট একটি মণি।  
বড় যখন হলো দেখি,  
এ তো হীরের খনি।  
বাবা-মাকে ভালবেসো,  
এটাই বড় চাওয়া।  
সবার ঘরে এমন মণি,  
আমার পরম পাওয়া।

### ভালোবাসা

ছোট্টরা সব কেমন আছো,  
নিশ্চয়ই খুব ভালো।  
খেলাধুলা, পড়াশোনায়  
করছো জগৎ আলো।  
দুষ্টুমিটা করবে, কিন্তু  
বদমায়েশী নয়।  
শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকুক,  
সবাই এমন চায়।

### আবদার

Twinkle twinkle little star  
ছোট থেকেই শূনি,  
আত্মজার ভালবাসায়  
এরাই আসল গুণি।  
অনেক কষ্টে পরিশ্রমে  
এবং বুদ্ধিমত্তায়,  
আত্মকথা প্রকাশ পেল  
নিজেরই সত্য।  
ছোট্টরা সব আগলে রেখো  
এই পত্রিকাকে,  
যতবড় হবে তত ওরই  
আশীষ পাবে।

### অনুরোধ

আত্মজার বয়স এখন  
পেরিয়ে গেল কুড়ি,  
মনটা তার এমন থাকুক  
হয়না যেন বুড়ি।  
আমাদের তো বয়স বাড়ছে,  
এগিয়ে এস ছোট্টরাও,  
বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে  
এবার তোমরা সামলাও।  
শতবর্ষ পার কোরো  
এমনই ভালবাসায়,  
আগলেরেখো আদর করে,  
বাঁচবো মোরা আশায়।



# রং আর তুলি নিয়ে ছোটরা...

তৌশিনি দাস



পূজা দত্ত



"The whole point is to live life and be – to use all the colors in the crayon box..."



# বাড়িয়ে দাও তোমার হাত.....

গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বেশ কিছু নতুন সদস্য আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন। আত্মজা পরিবারে তাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আসুন আমরা সবাই তাদের দিকে আমাদের হাত বাড়াই আর তাদের কথা শুনি...

## Kaushik Jana says..

Hello friends, greetings from Mabhoih, Swagata, and Kaushik. Our journey started when we first registered in CARA for adoption. We conceived Mabhoih in our hearts during the following three years of the waiting period. Mabhoih joined the family just before the covid pandemic started when she was three months old. We were a young family, and we were working in different continents, but her coming somehow conspired the whole system to bring our family living together, and the amazing real family journey started.

We are overwhelmed by the encouragement and effective support from every one of our extended families. Providing Mabhoih a very happy childhood and growing up together is the mission of these families. We are grateful to our dear Anup Dewanji-da for the wisest advice that he gave to us: to first register in the CARA and you will get time to think if you need. For us, everything follows in its own time after registration. I pass on this advice whenever I see my friends and colleagues thinking about adoption. Thank you, Atmaja family, for including and guiding us. Also, in the years to come, we can see what an important role Atmaja is going to play in our lives and society.

We look forward to learning, sharing, and contributing to the work of the Atmaja family with Love and respect.

\*\*\*\*\*



**Kaushik , Swagata & Mabhoih**

## Debdatta Chatterjee says..

Hello Everyone!! Our daughter's name is 'Driti', and she is the pride of our family. We had to wait more than three years to get entered into parenthood. It was a wonderful experience, when we saw her at Children's Home. Time flies very fast, it has been a year that she is with us, and so many beautiful memories have been added in our memory. Our heart just jumps with love whenever she smiles at us. It seems we have such a beautiful and blessed life because of her.

We can't get over the fact that our daughter is a precious gift from God. The beauty and love for her parents are visible in her eyes. She is also very naughty with nonstop activities throughout the day. She always ready to learn new things. Our parents are also very happy for Driti's arrival in our family. She is also very social, eager to reciprocate every person whenever she meets.

We are expecting blessing from all of you.

Thank you so much.

**Debdatta Chatterjee, Sudarshana Biswas and Driti**

\*\*\*\*\*



**Sudarshana , Debdatta & Driti**

# সুশান্ত দেবনাথ লিখছেন.....

বাবা.....

বাবা..... উ.....

চমকে উঠেছিলাম । প্রথমবার আমার মত অভাগা লোক খেয়ালই করিনি। পরেরবার কেউ যেন মাথায় হাতুড়ি মেরে শোনালো। এই ডাক টাই শোনার জন্য বছরের পর বছর আকুল হয়েছিলাম।

বাবা.... উউ..... আমাকে ডেকে কিছু দেখাতে চাইছে। ওর মায়ের অবস্থাও তখৈবচ হয়েছিল, যদিও মা বলাটা ও আগেই শিখেছিল।

প্রথমবার যখন ওকে কোলে নিয়ে ছিলাম ..... আমাদের সমস্ত রাগ, অভিমান, অনেক কিছু না পাওয়া, অসফলতা, ব্যর্থতা, হারানোর কষ্ট সব কিছু ধুয়ে মুছে গিয়েছিল। শুধু ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলাম।

প্রথম ৫ই অক্টোবর ২০২০ যখন CARA থেকে কল এসেছিল রেফারেল এর জন্য সেদিন আমরা গৃহবন্দী থুড়ি আইসোলেশনে , বাড়ির সবাই করোনা আক্রান্ত। আনন্দ করবো নাকি উৎকণ্ঠায় দিন কাটাবো বুঝে উঠতে পারিনি। তার মধ্যেই ভার্টুয়াল মাধ্যমে SAA এর সাথে যোগাযোগ রাখি, ওনারা যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তারপর প্রায় ২০ দিন পর ঘর থেকে বেরিয়ে সব ব্যবস্থা করি ওকে আনতে যাই এবং অবশেষে ও নিজের বাড়িতে আসে।

ও নিজের বাড়িতে পা রাখার পর আমাদের অভিব্যক্তি ভাষায় প্রকাশ করার মত ছিল না। মনে হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে, জল না পাওয়া একটা শুকনো মৃতপ্রায় গাছ যেনো জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘ খরার পর, বৃষ্টির আনন্দে চারিদিক যেন সবুজে ভরে গিয়েছিল। ঈশ্বর যেনো দুহাত ভরে আশীর্বাদ করছিলেন, কারণ ও নিজেই ভগবানের দেওয়া উপহার – আদ্রিশা। ওই আমাদের বেঁচে থাকার আশা, ভরসা, আমাদের স্বপ্ন, ভবিষ্যত সবকিছু। আমরা চারজন (আমার স্ত্রী, আমার বাবা এবং মা) জীবন্ত শবদেহের মত হয়েছিলাম, ওই আমাদের বাঁচিয়ে তুলেছে, জীবনী শক্তি ফিরিয়ে এনেছে সংসারে।

ওর মায়ের সারাটা দিন ওকে নিয়ে, ওর কথা ভেবেই কাটে। মাতৃস্বকালীন ছুটির শেষে, ওর মা চাকরি ছেড়ে দিতেই চেয়েছিল কারণ কোনো ভাবেই ওকে ছেড়ে অফিস যেতে মন চাইতো না। অফিস থেকে ফেরার পর ওর এক মৃত্তোঝরা হাসি তে আমাদের সব ক্লান্তি, অবসাদ, দূর হয়ে যায়। বাড়িতে ওর সবচেয়ে কাছের মানুষ ওর "গী" অর্থাৎ "ঠাকুমা"। ও আসার পরে যা কিছু ওর প্রিয় জিনিস সেটাকে "গী" বলেই ডাকতো, কারণ তখনও কথা বলতে শেখেনি। ঠাকুমা ওর সবচেয়ে প্রিয়, তাই তাকেও "গী" বলতো এবং সেটাই চলে আসছে।

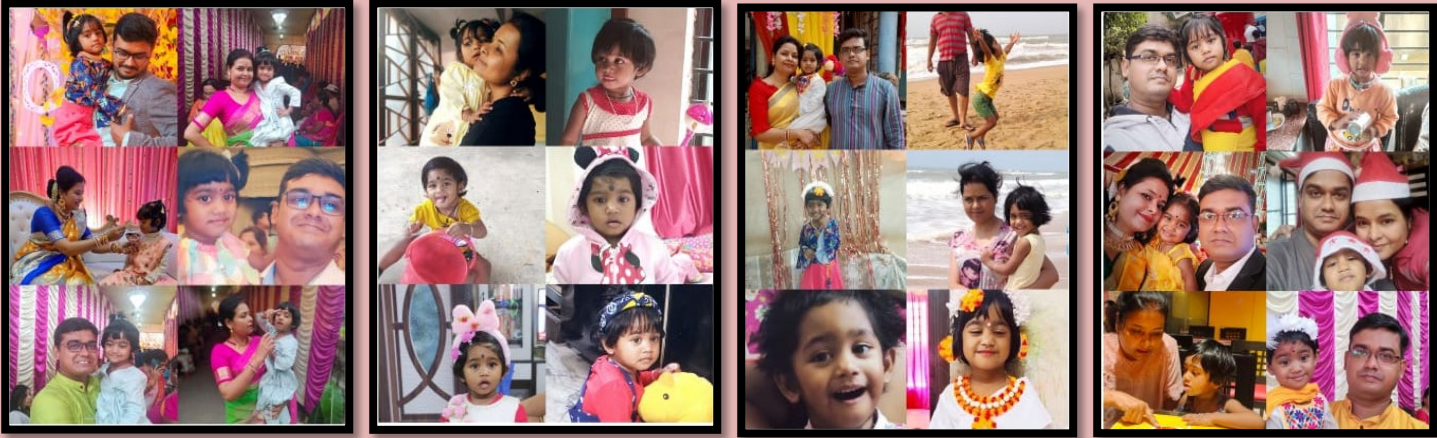
ধীরে ধীরে সব কিছুকেই নিজের মত করে নিয়েছে। আমাদের বাবা মা হবার সুযোগ দিয়েছে।

ভগবানের অসীম কৃপা, যে ওকে আমরা পেয়েছি। ভগবান ওকে ভালো রাখুন, সুস্থ রাখুন, মানুষের মত মানুষ তৈরি করুন, বড় মনের মানুষ তৈরি করুন।

অসংখ্য ধন্যবাদ CARA, ISRC গড়িয়াহাট, MDC মুজফফরপুর কে। অনেক ধন্যবাদ আমাদের বন্ধু, আমাদের বাবা মা এবং আত্মীয় স্বজনদের যারা প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের পাশে ছিলেন। ধন্যবাদ ২০২০ সালকেও, অনেক অভিশাপের চেয়েও আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ বয়ে আনার জন্য।

সকলকে অনেক ধন্যবাদ।

## আদ্রিশা, কাঞ্চন এবং সুশান্ত





# নিয়মিত বিভাগ - পাখিদের কথা

প্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায়

## কালিশ্যামা

(Indian Robin)

**পরিচয়:** এদের মধ্যে পুরুষপাখি দেখতে চকচকে কালো। তাই এদের নাম কালিশ্যামা। এই পাখিদের লেজ কালোরঙের। আর প্রদীপের শিখার মতো সবসময় কাঁপছে মানে নাচাচ্ছে। শ্যামা শব্দের অর্থ দীপ। কালো প্রদীপ শিখার মতো সদা চঞ্চল। তাই অনেকে একে কালিশামা বলে থাকে। এই কালিশামা পাখিরা গাছগাছালি আর ঝোপের আশেপাশে ঘুরঘুর করে। এরা লোকেদের ঘরবাড়ির কাছাকাছি শুনকো জায়গায় থাকতেই বেশি পছন্দ করে। গাছে উঠে ঘুরেফিরে বেড়াতে তেমন ভালোবাসেনা। বরং বাড়ির বেড়া পাঁচিলের ওপর বসতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে।

আমরা জানি যে ছেলে কালিশ্যামা একেবারে চকচকে কালো। তবে খুব ভালো করে দেখলে বোঝা যায় কালোর সঙ্গে নীল আভা স্পষ্ট চোখে পড়ে। এদের কাঁধের পালকে সাদা ছোপ থাকে। ডানার ধারের কিছু পালক আবার খয়েরী রঙের। এই পাখিদের পেটের পালকের শেষদিকে ও লেজের তলার পালক বাদামী। তবে মেয়ে কালিশামা পাখিদের দেখলে অন্য জাতের পাখি বলে মনে হতে পারে। এদের গায়েরও পরের দিকের পালকের রঙ একদম খয়েরী, একেবারেই কালো নয়। তবে এদের লেজটি ঠিক কুচকুচে কালো। তবে পেট ও লেজের নীচের দিকের পালকের রঙ গাঢ় বাদামী-অনেকটা ছেলে পাখিদের মতো। লেজের শেষের দিকটা গোলাকার আর খানিকটা চওড়া। চোখের তারা খয়েরী, ঠোঁট – পা কালো রঙের। তবে ঠোঁটটা সরু-সামনের দিকে খানিকটা বাঁকা।

কালিশ্যামা পাখিরা খুব চটপটে স্বভাবের। জোড়া পায়ে অনেকটা লাফিয়ে লাফিয়ে চলাফেরা করে। কখনো লেজটা নামিয়ে বা তুলে রেখে নাচিয়ে মাথাটা সোজা করে চারদিকে নজর রাখে, অনেকটা খাবার খোঁজার ভঙ্গিতে। এভাবেই গাছের কোটরে খোজাখুঁজি করে বা বাড়ির পাঁচিলের ওপর নয়তো আশেপাশের দেয়ালে গিয়ে বসে। বসন্তে বাসা বানানোর সময় ছেলেপাখিদের কর্তে কেমন একটা মেঠো সুর শোনা যায়। তবে এটাকে গান বলে মনে হবেনা। এরা এদের বাসা তৈরি করে ঘাস, শেকড়, চুল – এমন সব নরম জিনিস দিয়ে গাছ, বাড়ির দেয়ালে বা মাটির গর্তে। মেয়েপাখিটা যখন ডিমে তা দিতে থাকে, ছেলেপাখি তখন খাবার খোঁজায় এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়।

কালিশ্যামা পাখিদের পছন্দসই খাবার হলো পোকামাকড় আর শূককীট। এরা পাখিপ্রেমীদের খুব প্রিয়।



(ছবিটি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত)



# SEARCH ISSUES

## An adoptee's search for Identity-An Adoptive Parent's Perspective 1

*Nina P Nayak m.s.w.*  
*Child Rights Advocate*

When an adopted child expresses a desire to search for his biological parents, it can press a panic button in the family and send shock waves all around. This is so as adoptive parents we often tend to look upon the relationship between our child and his birth parents as a mere circumstance of biology that is best forgotten. Any suggestions to the contrary gets either ignored or hushed up as we cannot seem to visualize a third intrusive party into this longed for and intensely emotional relationship.

With time, as the attachment to the child gets stronger and his personality blossoms, our thoughts stray to his parentage, often out of curiosity, sometimes due to a feeling of gratitude for enjoying the privilege of parenting her and often times for medical reasons primarily to take precautions against any inherited diseases.

While rationally, as adoptive parents we may comprehend the feelings of any child who wishes to delve into his birth history and take pride in his heritage, when it comes to our adopted child, we are unprepared and bewildered that the child even entertains such thoughts of any other parental model when we have built our lives around her. "Have we failed her somewhere as parents?" we wonder.

Basically, this lack of concern and openness about the child's antecedents and our desire to suppress any information we may have from the child stems from a feeling of insecurity. We fear rejection and feel a discovery of the biological parents may displace the child's affection and his loyalty

Perhaps some of us still harbour unresolved feelings of loss about our childlessness and infertility and do not wish to open up these raw wounds by discussing the child's adoption.

Traditionally too, our society encourages 'closed adoptions' and has considered the need for anonymity for both the child and the birth mother so that they have an opportunity to make a new life. This would hide the illegitimacy or whatever be the antecedents of birth and thus spare the adopted child and her parents the embarrassment and stigma attached to it.

Then we fear rejection of the child by his birth family if he tried to make contact and knowing this can indeed be painful to the child, we wish to avoid it.

Finally, our apprehensions center on the fact that any association with the birth family may adversely affect the growth and development of a psychological parent-child relationship which is essential to the well being of the child.

For one or more reasons therefore, the biological parents are considered a threat who are best left unmentioned. Even today, most adoptions in India, thus continue to remain clouded in secrecy if not so much from the extended family who may have participated in the pre-adoption process but from the child whose very interests are considered paramount to the adoption triangle.

However, increasing number of us are gradually realizing that there needs to be more openness in adoptions. We hear about cases where revelation of an adoptee's birth history by a third party is often distorted and leaving left indelible scars on the child's psyche. We understand this can be shocking to the child who is sure to feel betrayed by those in whom he had implicit trust. Such incidents can shake the very foundation of a lovingly nurtured parent-child relationship.

Our view on adoption therefore needs to be in tune with modern thought because adoption is nowadays a much talked about issue which receives a lot of media coverage. Undoubtedly, the adopted child is bound to be exposed to both complimentary and uncomplimentary views on the subject. Our understanding and sympathetic approach at home will enable the child to accept these ideas objectively and seek our support to clarify any disturbing thoughts.

Adoptive parents will agree that this issue of assisting the child search for his identity is complicated and difficult as we have qualms about implications once information becomes available. But as well-wishers of the child, if the child desires we need to share information and help her find her biological connections if that's a possibility and agreeable to her birth family. With love and understanding we can support her search which may lead to dispelling fantasies and understanding the realities surrounding adoption.



Further, individual children may vary in their desire to know their antecedents. For some it may be a deep rooted longing (a void in their lives) while for others it may be just a passing fancy. And then there is the age factor. Minor children may not be able to make rational decisions while others at 18 years though legally old enough may not be emotionally prepared. So, I think access to information the adoptee seeks should be made available to the child according to her age and maturity and current circumstances in an accepting and understanding manner.

It can begin with answering her first questions about her birth and adoption in a simple and realistic way when she is still a child, and this will help her get accustomed to the idea while she is still too little to think about it greatly. Later, deeper concerns and issues may be voiced as we have a moral obligation to answer and clarify queries while putting her birth parents in a positive light. Our goal should be generating positive feelings about the child's biological parents which will be invariably communicated to the child and influence her view of herself.

Being in touch with other adoptive families and joining adoptive parents' groups is sure way of enabling the child to understand the concept of adoption and befriend others who share a similar fate. For adoptive parents too such groups provide much support and an opportunity to air concerns and discuss issues of mutual interest.

Coming to the reality of seeking information it can be frustrating due to lack of information in adoption agency records. Often parents don't know where to start when a child expresses a desire to search for his birth parents. It would be in the adoptee's interest if adoption agencies abide by government policies and regulations and maintain registers carrying identifying information which are made available with mutual consent. The birth family's medical history will be of assistance as in some cases this information can make a difference in the treatment of an ailing child.

We as adoptive parents therefore have a major role to play in supporting the child close the gaps in her identity and come to terms with her heritage. We have the benefit of many experiences – those of adoptive parents before us, adoptees, birth families and researchers all of which point out to the undisputed fact that an adoptee's search for her identity is often to foster a link with her past and maintain continuity in life and that a reunion is not necessarily traumatic or destructive. It is not a question of choosing adoptive parents vs birth parents but a need for both. Many adoptees who have been successful in their search express a sense of completeness which is really what we all wish for our "chosen children".

Let us not try to nip the adoptee's roots but rather nourish it with love and understanding so that she stands on a firm base and blossoms into a mature adult while absorbing the best of what nature and nurturing have offered her.

\*\*\*\*\*

1 - Adapted from paper presented at National Conference on Adoption, 1993 at Nagpur

প্রথমজন দেখেছিলেন  
তোমার প্রথম হাসি,  
দ্বিতীয়া চোখ মোছালেন তোমায় কোলে নিয়ে...  
এখন তুমি বারে বারে প্রশ্ন কর মোরে,  
যে প্রশ্নটি করা হয়েছে যুগ যুগ ধরে –  
“বংশ” নাকি “পরিবেশ”  
তুমি কিসের হলে ফল  
কোনটারই নও তুমি,  
তুমি শুধু একটা নয়,  
দু'দুটো মায়ের  
ভালোবাসার যোগফল...



## Subir Mukherjee

Soumeta Medhora  
Secretary & Chief Functionary  
Indian Society for Sponsorship & Adoption

“What we have done for ourselves alone dies with us; what we have done for others and the world remains and is immortal.” — **Albert Pike**

It is indeed difficult to pen down words for Subirda; a personality so vibrant yet warm, so emotional yet practical and so talented yet humble. We have shared our work with Atmaja over two decades and every step of the way we worked shoulder to shoulder to address issues.

His sessions during our numerous workshops brought tears of emotion and joy in the eyes of our pre adoptive families; he could spot the vulnerable families and calm them and encourage them in the adoption process.



Whatever he said caused participants to listen in rapt attention and in the individual sessions he won their confidence.

His work in the field of adoption is commendable and his liaison with departments and officials to get the work done was phenomenal. His charts, paintings and drawings were an integral part of the workshop. He was ever ready to attend a workshop whatever be the date and subsequently proceeded in being the life of the workshop.

In workshops after he left us, we feel a gap which, I am sure, is not easy to fill. However, as he would have prompted us, life must go on and our work will continue.

“We all die. The goal isn't to live forever, the goal is to create something that will.”..  
**Chuck Palahniuk**

“Whenever death may surprise us let it be welcome if our battle cry has reached even one receptive ear and another hand reaches out to take up our arms” ... **Che Guevara**

\*\*\*\*\*

‘আত্মকথা’র পক্ষে স্বপন নস্কর কর্তৃক ৫১৭ যোধপুর পার্ক, কলকাতা – ৭০০০৬৮ থেকে প্রকাশিত।  
যোগাযোগ– 9903036928 / 9432321716 / 9051672992

ই মেল – [atmaja\\_calcutta@yahoo.com](mailto:atmaja_calcutta@yahoo.com) ওয়েবসাইট – [www.atmaja.org.in](http://www.atmaja.org.in)

Regd.No. S/1L/1184 of 2000-01 under W.B.Societies Act 1961

## তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি...

স্বপন নস্কর

দেই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা থেকে শুরু হল এটা মেনে নেওয়ার চেষ্টা করা যে আমাদের সুবীর আর নেই। বিজ্ঞানের অমোঘ নিয়মে এই বস্তু জগতে যাকিছু শুরু হয় তার একটা শেষ অবশ্যম্ভাবী। সেভাবেই মানুষ জন্মাবার পরে একদিন তার মৃত্যু হবে এই বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম নেই। তাহলে কেন আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া এত কষ্টের যে সুবীর নেই ? তার কারণ হল সুবীর আরো অনেক সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতি রেখে চলে গেল। আজ যে পিকনিক উপলক্ষ্যে আমরা এই ক্রোড়পত্র প্রকাশ করছি... সেই পিকনিকের পরিকল্পনা সুবীর আজ থেকে প্রায় একবছর আগেই করে রেখেছিল ... যখন আমাদের কুড়ি বছর পূর্তির উৎসবের প্রস্তুতি চলছে। কুড়ি বছরের উৎসবে সুবীরের অবদান ভোলার নয়। আর এই কুড়ি বছরের উৎসবের মধ্যেই ও পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছিল পঁচিশ বছর পূর্তির উৎসবের জন্য।

বড় অদ্ভুত চরিত্রের ছিল সুবীর। আত্মজার জন্মলগ্ন থেকে দেখেছি প্রতিমুহূর্তে সমস্ত কর্মকাণ্ডে দায়িত্ব নিয়ে রয়েছে কিন্তু কোনদিন আত্মজার কোন পদে থাকতে আগ্রহ দেখায়নি। একদম প্রথমে ওকে কমিটিতে রাখা হয়েছিল। পরের বার আর সেটাও রাখতে দেয়নি। কিন্তু আত্মজায় সুবীর একজন সম্পাদক অথবা চেয়ারপার্সনের থেকেও অনেক বেশী সময় এবং শ্রম দিতে এতটুকু দ্বিধা দেখায়নি কোনদিন। শুধু পিকনিক অথবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়। এমনকি আত্মজার নিয়মিত যে কাজ সেই প্রিঅ্যাডপটিভ কাউন্সেলিং অ্যান্ড গাইডেন্স ওয়ার্কশপের একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হওয়া ছাড়াও আরো বৃহত্তর যে প্রয়াস এনে দিয়েছে কর্মরতা দত্তক মায়েদের জন্য ছুটি তার পিছনেও অন্যতম অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল সুবীরের। আত্মজার জন্যে এতকিছু করলেও ওকে আমরা কোনদিন আমাদের কোন অনুষ্ঠানের মধ্যে দাঁড়াতে রাজি করাতে পারিনি। কোন জায়গায় ওর নাম দিয়ে ওর অবদান স্বীকার করলেও সুবীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছে ভীষণ। এবং এটাই ছিল সুবীরের বৈশিষ্ট্য।

সুবীরের একটা রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবন ছিল। এই জীবনটায় যে ও কতখানি সং এবং আন্তরিক ছিল সেটা ওর স্মরণ সভায় প্রান্তিক মানুষদের উপস্থিতিই বুঝিয়ে দিয়েছিল।

কুড়ি বছরের উৎসবের আগে বেশ কিছুদিন ধরেই সুবীর একটা কথা বারবার বলত এই অনুষ্ঠানের পরে আমাকে আর পাবেনা । কুড়ি বছরের উৎসব হয়ে যাবার বলতে শুরু করল এই পিকনিকের পরে আর পাবেনা আমায়। আমি ইয়ার্কি করতাম ... পঁচিশ বছরের উৎসব না করে তুমি যাবে কোথায়?

কিন্তু সুবীর শেষপর্যন্ত আর অপেক্ষা করলনা। একরাশ স্বপ্ন আর প্রতিশ্রুতি বৃকে রেখেই ও একদম আকস্মিক চলে গেল । এই চলে যাবার কিছুদিন আগেও ও আসাম গিয়েছিল আত্মজার প্রতিনিধি হয়ে। এমন একজন মানুষ কী মৃত্যুতে শেষ হতে পারে ? মনে হয়না। কারণ সুবীর এই পৃথিবীতে সময় কাটাতে আসেনি । ও এসেছিল সময়কে কাটাতে । তাই মহাকালের সঙ্গী হয়ে ও আরো বহুদিন ধরে বহুদূর হেঁটে যাবে।

সুবীর নিরীশ্বরবাদী ছিল। আমিও তাই। তবুও আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে ... আমরা একদিন পঁচিশ বছরের উৎসব করব কোন এক সভাগৃহে আর ও সেদিন সেখানেই থাকবে। আর কোন এক নির্জন অন্ধকার থেকে হঠাৎ গিয়ে উঠবে...

‘তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি  
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি...’

এই মায়ামোহময় অবুঝ বিশ্বাস আর সুবীরের স্মৃতিকে হৃদয়ে রেখেই পঁচিশ বছরের উৎসবের দিকে এগিয়ে যাবে আত্মজা।